95

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

নেত্রকোনা ও বরগুনায় প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা

নেত্রকোনা সংবাদদাতা ॥ চলতি শিক্ষা বছরে নেত্রকোনা জেলার ১০টি থানার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নাজুক অবস্থায় রহিয়াছে। জেলার ৩ লাখ ৩২ হাজার শিশুর মধ্যে স্কুলে ভর্তি হইয়াছে ২,৬৫,০১৩ জন। স্কুলের বাহিরে আছে প্রায় ৭০ হাজার শিশু। যাহারা ভর্তি হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে ড্রপ-আউটের হার ৪০ ভাগ। অর্থাৎ প্রায় ১ লাখ শিশু ভর্তি হওয়ার পর বিদ্যালয় ছাড়িয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা গিয়াছে, চলতি বছরের গোড়ার দিকে জেলার প্রতিটি থানায় ৬ হইতে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের উপর যে জরিপ চালানো হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, নেত্রকোনা সদরে শিশুর সংখ্যা ৫০৪৭৩ জন, বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছে ৪১২৯৮ জন। কলমাকান্দা থানায় শিশুর সংখ্যা ৩৭১৬৫, ভর্তি হইয়াছে ৩০৩৯১ জন, বারহাট্টা থানায় শিশুর সংখ্যা ২৭৫৭৬ জন, ভর্তি হইয়াছে ২১০৩৯ জন, মোহনগঞ্জ থানায় শিশুর সংখ্যা ২৩৬২৭ জন, ভর্তি হইয়াছে ২০৭৭১ জন, খালিয়াজুরী থানায় শিশুর সংখ্যা ১৩৬৩৩ জন, স্কুলে ভর্তি হইয়াছে ১০৫২৩ জন, মদন থানায় শিশুর সংখ্যা ২২১৫১ জন, স্কুলে ভর্তি হইয়াছে ১৫৭৪৪ জন, আটপাড়া থানায় শিশুর সংখ্যা ২২৫৪১ জন, স্কুলে ভর্তি হইয়াছে ১৮২৮৬ জন, কেন্দুয়া থানায় শিশুর সংখ্যা ৪৭৭৯৩ জন, ভর্তি হইয়াছে ৩৮৪৮৩ জন, পূর্বধলা থানায় শিশুর সংখ্যা ৫১২১৪ জন, ভর্তি হইয়াছে ৩৮৬৮৬ জন এবং দুর্গাপুর থানায় শিশুর সংখ্যা ৩৬১৩৬ জন, ভর্তি হইয়াছে ২৯৭৯২ জন।

জরিপে দেখা যায়, জেলার ১০টি থানায় ৬৩৪টি সরকারী, ৪৪টি বেসরকারী, ১৪৪টি রেজিষ্ট্রীবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। এবতেদায়ী মাদ্রাসা আছে ২০৫টি, উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন বিদ্যালয় আছে ৪২টি এবং ৫২টি কমিউনিটি বিদ্যালয়। এ ছাড়া এনজিও পরিচালিত বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। অপরদিকে থানা শিক্ষা অফিসারের ৬টি পদ, সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের ১২টি, প্রধান শিক্ষকের ১৮টি এবং সহকারী শিক্ষকের ৩৬টি পদ শূন্য রহিয়াছে।

এছাড়া বর্ষা মৌসুমে খালিয়াজুরী থানায় ছয় মাস সকল বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। হাওড় অঞ্চলে নৌকায় বিদ্যালয়ে যাইতে হয় বলিয়া বড় বড় ঢেউ-এর কারণে কোন মা-বাবা সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে চায় না। ফলে এই থানার শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই নাজুক। জেলার সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতির কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে শিশুদের পিতা-মাতার অসচেতনতা, উদাসীনতা, দারিদ্র্য এবং শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের চরম অবহেলা। নেত্রকোনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার এই বিপর্যয়ে সকল মহল ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে।

বরগুনা (দক্ষিণ) সংবাদদাতা ॥ বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ অবস্থা, শিক্ষক স্বল্পতা, আসবাবপত্রসহ উপকরণের অভাব, দারিদ্র্য এবং শিক্ষকদের উদাসীনতার কারণে বরগুনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইতেছে।

জেলার ৫টি থানার ৩৮টি ইউনিয়নের প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ কৃষিজীবী। দরিদ্র অভিভাবকরা কোমলমতি শিশুদের দিয়া সংসারের আয়ের চেষ্টা করিতেছে। জেলার অসংখ্য কিশোর-কিশোরী পায়রা, বিষখালী এবং সাগরতীরে বাগদা ও গলদা চিংড়ি পোনা ধরার কাজে নিয়োজিত রহিয়াছে। ফলে জেলার বিদ্যালয় গমনোপযোগী ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনার সুযোগ পাইতেছে না।

জেলায় সর্বমোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৩১টি। ইহার মধ্যে ৩৭৯টি বিদ্যালয় সরকারী, ৩১২টি রেজিষ্টার্ড এবং ৪০টি বেসরকারী। বিদ্যালয়গুলি বেশীরভাগ আধাপাকা ও কাঁচা। সরকারী বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কিছু বিধ্বস্ত হইলেও সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে না। জেলায় কিছু কিছু বিদ্যালয় আছে যাহার অবস্থান একেবারেই শোচনীয়। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের ইহাতে অবস্থান করা কষ্টকর। পুরাতন এবং জরাজীর্ণ ভবনের ছাদ দিয়া পানি পড়ে।

অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নাই। ইহাছাড়া বিদ্যালয়গুলিতে আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে। অনেক বিদ্যালয়ে মাদুর বিছাইয়া পড়াশুনা করিতে হইতেছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা গিয়াছে, জেলায় ৬ হইতে ১০ বৎসরের বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ১৩৭ জন। বেসরকারীভাবে বরগুনা জেলায় শিক্ষা হইতে বঞ্চিত শিশু-কিশোরের সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। জেলায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় মাত্র ১৯৬টি বিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।